মুণ্ডকোপনিষদ (প্রথম মুণ্ডক, দ্বিতীয় খণ্ড)

শৌনক নামক প্রসিদ্ধ এক মহর্ষি ছিলেন | তিনি বৃহত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাতা ছিলেন | পুরাণানুসারে তাঁর ঋষিকুলে অষ্টাশীতি(৪৪) সহস্র ঋষি থাকতেন | তিনি উপরি উক্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে জানার জন্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে হাতে সমিধ নিয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট এলেন এবং অত্যন্ত বিনয়পূর্বক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করলেন - ভগবান ! যাঁকে যথার্থরূপে জানলে, যা কিছু দৃশ্য, শ্রব্য এবং অনুমেয় মনে হচ্ছে, তা সব-ই জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই পরমতত্ত্ব কী ? কৃপাপূর্বক বলুন, তা কীভাবে জানা যাবে ?

"তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥"

এইভাবে শৌনক জিজ্ঞাসা করলে মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন - মানুষের জ্ঞেয় হল দুটি বিদ্যা - পরা এবং অপরা | এই দুটির মধ্যে যার দ্বারা ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক ভোগসমূহ তথা তার প্রাপ্তির সাধনের জ্ঞান লাভ করা যায়, যাতে ভোগের স্থিতি, ভোগসমূহ তথা তার প্রাপ্তির সাধনের জ্ঞান লাভ করা যায়, যাতে ভোগের তদুপলব্ধির নানা সাধন বর্ণিত, সেটি হল অপরা বিদ্যা | যেমন - ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ, এই হল চতুর্বেদ | এতে নানাপ্রকার যজ্ঞবিধি এবং তার ফলের সবিস্তার বর্ণনা বিদ্যমান | বেদে জগতের সমস্ত পদার্থের এবং বিষয়ের সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে | একথা নিশ্চিত যে বর্তমানে বেদের সকল শাখা উপলব্ধ নয় এবং তাতে বর্ণিত বিবিধ বিজ্ঞানসম্বন্ধী কথাগুলি বোঝার ব্যক্তিও নেই | বেদপাঠ অর্থাত যথার্থ উচ্চারণবিধির উপদেশ হল "শিক্ষা" | যাতে যাগ-যজ্ঞাদির বিধি বলা হয়েছে তাই "কল্প" | বৈদিক এবং লৌকিক শব্দের অনুশাসন, প্রকৃতি-প্রত্যয়বিভাগপূর্বক শব্দশাসনের প্রক্রিয়া, শব্দার্থবোধের প্রকার এবং শব্দপ্রয়োগাদির নিয়মের উপদেশের নাম "ব্যাকরণ" | বৈদিক শব্দের যে কোষ আছে যাতে অমুক পদ অমুক বস্তুর বাচক - একথা কারণসহিত বলা হয়েছে তাকে "নিরুক্ত" বলা হয়েছে | বৈদিক ছন্দের জাতি এবং ভেদকারিণী বিদ্যাই হল "ছন্দ" | গ্রহ এবং নক্ষত্রের স্থিতি, গতি এবং তার সাথে আমাদের কি সম্বন্ধ - এইসব

বিচার যার মধ্যে হয়েছে তাই হল "জ্যোতিষ"বিদ্যা | এইভাবে চতুর্বেদ এবং ছয় বেদাঙ্গ - এই দশটি হল অপরা বিদ্যা | যার দ্বারা পরব্রহ্ম অবিনাশী পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাই পরা বিদ্যা | তার বর্ণনাও বেদেই বিদ্যমান | অথএব, এই অংশ্টুকু বাদ দিয়ে অবশেষে বেদ এবং বেদাঙ্গ অপরা বিদ্যার অন্তর্গত | সেই অবিনাশী ব্রহ্ম কীরূপ - এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন - পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের নিরাকার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে | পরব্রহ্ম পরমেশ্বর জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অধিগম্য হন না, এমন কি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারাও অগম্য | এই ব্রহ্ম গোত্রাদি উপাধিশূন্য তথা ব্রাহ্মণাদি বর্ণগত ভেদ তথা পীতাদি বর্ণ এবং আকৃতিশূন্য | এই ব্রহ্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক, অন্তরাত্মারূপে সর্বত্র প্রসারিত এবং সর্বতোভাবে অবিনাশী অর্থাত নিত্য | জ্ঞানীজন সমস্ত প্রাণীর এই কারণকে সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে অনুভব করেন | সেই জগদাত্মা পরমেশ্বরের সমস্ত ভূত-প্রাণীর পরম কারণ কীরূপে, সম্পূর্ণ জগত কীভাবে তাঁর থেকে উত্পন্ন হয়, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন -

যে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেই এই জড়্চেতনাত্মক সম্পূর্ণ জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ | প্রথমে মাকড়সার দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বলা হয়েছে যে, যেরূপ মাকড়্সা নিজ উদর থেকে জাল বহির্গত করে, প্রসারিত করে আবার তাকে গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নিজের অভ্যন্তরস্থ্ সূক্ষ্মরূপে লীন জড়-চেতনাত্মক জগত্কে সৃষ্টির আরম্ভে নানা প্রকারে উত্পন্ন করে প্রসারিত করেন এবং প্রলয়কালে পুনঃ সমস্ত নিজের মধ্যে বিলীন করে নেন (গীতা 9|7-8) | দ্বিতীয় উদাহরণে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যেরূপ পৃথিবীতে যে যে ভাবে অন্ন, তৃণ, বৃক্ষ, লতা আদি ঔষধির বীজ পতিতি হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভেদমূলক ওষধি তথায় উত্পন্ন হয় | তাতে পৃথিবীর কোনো পক্ষপাত নেই | সেইরূপ জীবের বিভিন্ন কর্মরূপ বীজ অনুসারেই ভগবান তাদের ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে উত্পন্ন করেন | অতএব তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার পক্ষপাত এবং নির্দয়তারূপী দোষ নেই (ব্রহ্ম. 2|1|34) | তৃতীয়ত, মনুষ্যশরীরের উদাহরণে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যেরূপ জীবত্কালে মানবের দেহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ কেশ, লোম এবং নখ স্বত উত্পন্ন হয় এবং বৃদ্ধি হয় - তার জন্য কোনো কর্ম করতে হয় না , সেইরূপ

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকে এই জগত স্বভাবত উত্পন্ন হয় এবং বিস্তৃত হয়, এর জন্য ভগবানকে কোনো প্রযত্ন করতে হয় না | এইজন্য শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন যে, "আমি এই জগত্কে নির্মাণ করলেও প্রকৃতপক্ষে অকর্তাই, উদাসীনের মতো স্থিত আমাকে কর্ম লিপ্ত করতে পারে না প্রভৃতি" |

জগতের উত্পত্তির ক্রম বলেছেন -

"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোऽন্নমভিজায়তে।
অন্নাত্ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্॥"

পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা করে এই প্রকরণের উপসংহার করা হচ্ছে -

"যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥"

সম্পূর্ণ জগতের এই কারণভূত পরমপুরুষ পরমেশ্বর সাধারণরূপে তথা বিশেষরূপে সব কিছু ভালোভাবে জানেন, এই পরব্রহ্মের একমাত্র জ্ঞান হল তপ | সাধারণ মানবের মতো তাঁকে জগতের উত্পত্তির জন্য কষ্টসহনরূপ তপ করতে হয় না | এই সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সংকল্পমাত্র-ই এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিরাটস্বরূপ জগত (যাকে অপর ব্রহ্ম বলা হয়) স্বত প্রকাশিত হয়ে যায় এবং সমস্ত প্রাণী তথা লোকের না, রূপ এবং আহারাদিও উত্পন্ন হয় | শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "কাকে জানলে সব কিছু জানা হয়ে যায় ?" এর উত্তরে সমস্ত জগতের প্রম কারণ পরব্রহ্ম পরমাত্মা থেকেই জগতের উত্পত্তি জানিয়ে সংক্ষেপে একথা বোঝানো হয়েছে যে, এই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সকলের কর্তা-ভর্তা-ধর্তা পরমেশ্বরকে জানলে সব কিছুই জানা হয় |

"যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে ।
তদাऽऽজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েত্ ॥"

একথা সর্বথা সত্য যে, বুদ্ধিমান মহর্ষিগণ যে উন্নতির সাধনরূপ যজ্ঞাদি নানাপ্রকার কর্ম বেদমন্ত্রে প্রথমে অনুভব করেছিলেন | সেই কর্মগুলি ঋক, যজুঃ এবং সাম - এই তিন বেদে অনেক প্রকারে বিস্তারপূর্বক বর্ণিত হয়েছে | অতএব জাগতিক উন্নতিকামী মানবগণের সেগুলি ভালোভাবে জেনে নিয়মপূর্বক তা পালন করা উচিত | এই মানবশরীরে উন্নতির এটিই উত্তম পথ | আলস্য এবং প্রমাদে অথবা ভোগসমূহে লিপ্ত থেকে পশুবত

জীবন কাটানো মানবশরীরের পক্ষে উপযুক্ত নয়| বেদোক্ত অনেক প্রকার কর্মের মধ্যে উপলক্ষণরূপে প্রধান অগ্নি হোত্র কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে -

"तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्य-
-स्तानि त्रेतायां वहुधा सन्ततानि ।
तान्याचरथ नियतं सत्यकामा
एषः वः पन्थाः सुकृतस्त लोके ॥"

অধিকারী মানুষের নিত্য অগ্নিহোত্র করা উচিত| দেবতাগণের জন্য বহনকারী অগ্নি যখন অগ্নিহোত্রের বেদীতে প্রকৃতরূপে প্রজ্জ্বলিত হয় তখন তা থেকে অগ্নিশিখা বের হয়, সেই সময় আজ্যভাগের স্থান বাদ দিয়ে মধ্য ভাগে আহুতি প্রদান করা উচিত| এর দ্বারা একথাও বোঝানো হয়েছে যে, যতক্ষণ অগ্নি প্রদীপ্ত না হয়, তা থেকে শিখা বাহির না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অথবা অগ্নি নির্বাপিত হলে তাতে (অগ্নিতে) আহুতি প্রদান করা উচিত নয়| অগ্নিকে ভালোভাবে প্রজ্জ্বলিত করেই অগ্নিহোত্র করা উচিত|